

## সপ্তম অধ্যায়

# পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

এই অধ্যায়ে শ্রীসূত গোস্বামী অথর্ব বেদের শাখা বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, পুরাণ রচয়িতাদের নাম গণনা করেছেন এবং পুরাণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তিনি আঠারোটি প্রধান পুরাণের তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যে কোন ব্যক্তি যথার্থ গুরুপরম্পরায় আশ্রিত ব্যক্তির কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করলে পারমার্থিক শক্তি অর্জন করবেন—এই কথা বলে তিনি তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথর্ববিৎ সুমন্ত্ৰশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাম্ ।

সংহিতাং সোহপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; অথর্ব-বিৎ—অথর্ব বেদের পারদর্শী তত্ত্ববিদ; সুমন্ত্ৰঃ—সুমন্ত্ৰ; চ—এবং; শিষ্যম্—তার শিষ্যকে; অধ্যাপয়ৎ—অধ্যাপন করিয়েছিলেন; স্বকাম্—তার নিজের; সংহিতাম্—সংগ্রহ; সঃ—তিনি, সুমন্ত্ৰের শিষ্য; অপি—ও; পথ্যায়—পথ্যকে; বেদদর্শায়—বেদদর্শকে; চ—এবং; উক্তবান্—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—অথর্ব বেদের প্রামাণিক তত্ত্ববিদ সুমন্ত্ৰ ঋষি তাঁর শিষ্য কবন্ধকে তার সংহিতা অধ্যাপন করিয়েছিলেন, যিনি পরে তা পথ্য এবং বেদদর্শকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে যে কথা নিশ্চিত করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে—

অথর্ব বেদং স মুনিঃ

সুমন্ত্ৰর অমিতা-দ্যুতিঃ ।

শিষ্যম্ অধ্যাপয়াম্ আস

কবন্ধং সোহপি চ দ্বিধা ।

কৃত্বা তু বেদদর্শায়

তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥

“অমিতমেধা ঋষি সুমন্তু তাঁর শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কবন্ধ পরবর্তীকালে একে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন এবং পথ্য ও বেদদর্শকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন।”

### শ্লোক ২

শৌক্লামনিব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ ।

বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু ।

কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ ॥ ২ ॥

শৌক্লামনিঃ ব্রহ্মবলিঃ—শৌক্লামনি ও ব্রহ্মবলি; মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ—মোদস এবং পিপ্পলায়নি; বেদদর্শস্য—বেদদর্শের; শিষ্যাঃ—শিষ্যগণ; তে—তারা; পথ্য-শিষ্যান্—পথ্যের শিষ্যসমূহ; অথো—আরও; শৃণু—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন; কুমুদঃ শুনকঃ—কুমুদ এবং শুনক; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; জাজলিঃ—জাজলি; চ—এবং; অপি—ও; অথর্ব-বিৎ—অথর্ব বেদের পূর্ণতত্ত্ববিদ।

### অনুবাদ

শৌক্লামনি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি ছিলেন বেদদর্শের শিষ্য। পথ্যের শিষ্যবর্গের নামও আমার কাছে শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ, তাঁরা হচ্ছেন কুমুদ, শুনক এবং জাজলি যাদের সকলেই ছিলেন অথর্ব বেদের অত্যন্ত পারদর্শী তত্ত্ববিদ।

### তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদদর্শ তাঁর সম্পাদিত অথর্ব বেদকে চারভাগে ভাগ করে তার চারজন শিষ্যকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পথ্য তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থকে তিনভাগে ভাগ করে এখানে উল্লিখিত তিন শিষ্যকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

### শ্লোক ৩

বভ্রঃ শিষ্যোহথাক্সিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ ।

অধীয়েতাং সংহিতে দ্বৈ সাবর্ণাদ্যাস্তথাপরে ॥ ৩ ॥

বভ্রঃ—বভ্রঃ; শিষ্যঃ—শিষ্য; অথ—তখন; অক্সিরসঃ—শুনকের (অক্সিরা নামেও পরিচিত); সৈন্ধবায়নঃ—সৈন্ধবায়ন; এব—বস্তুতপক্ষে; চ—ও; অধীয়েতাম্—তারা শিখেছিলেন; সংহিতে—সংহিতাসমূহ; দ্বৈ—দুই; সাবর্ণ—সাবর্ণ; আদ্যাঃ—প্রমুখ; তথা—অনুরূপভাবে; অপরে—অন্য শিষ্যরা।



অনুবাদ

শুনকের শিষ্য বজ্র এবং সৈন্ধবায়ন তাঁদের গুরুদেব কর্তৃক গ্রথিত অথর্ব বেদের দুইটি ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণ এবং অন্যান্য মহর্ষিদের শিষ্যবর্গও অথর্ব বেদের এই সংস্করণটি অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ।

এতে আথর্বণাচার্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে ॥ ৪ ॥

নক্ষত্রকল্পঃ—নক্ষত্রকল্প; শান্তিঃ—শান্তিকল্প; চ—ও; কশ্যপ-আঙ্গিরস-আদয়ঃ—কশ্যপ, আঙ্গিরস এবং অন্যেরা; এতে—এই সকল; আথর্বণ-আচার্যাঃ—অথর্ববেদের গুরুবর্গ; শৃণু—শ্রবণ কর; পৌরাণিকান্—পৌরাণিকগণ; মুনে—হে মুনিবর, শৌনক।

অনুবাদ

অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস আদি অন্যান্য ঋষিরাও ছিলেন। এখন, হে মুনিবর, আমি পৌরাণিকদের নাম বলছি, শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ ।

বৈশম্পায়নহারীতৌ ষট্ বৈ পৌরাণিকা ইমে ॥ ৫ ॥

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপঃ চ—ত্রয্যারুণি এবং কশ্যপ; সাবর্ণিঃ অকৃতব্রণঃ—সাবর্ণি এবং অকৃতব্রণ; বৈশম্পায়ন-হারীতৌ—বৈশম্পায়ন এবং হারীত; ষট্—ছয়; বৈ—বস্তুতপক্ষে; পৌরাণিকাঃ—পৌরাণিকগণ; ইমে—এই সকল।

অনুবাদ

ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতবর্ণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয় জন হলেন পৌরাণিক।

শ্লোক ৬

অধীযন্ত ব্যাসশিষ্যাং সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাং ।

একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥ ৬ ॥

অধীযন্ত—তারা অধ্যয়ন করেছেন; ব্যাস-শিষ্যাং—ব্যাসদেবের শিষ্যের (রোমহর্ষণের) কাছ থেকে; সংহিতাম্—পুরাণ-সংহিতা; মৎ-পিতুঃ—আমার পিতার; মুখাং—মুখ

থেকে; এক-একম্—প্রত্যেকেই এক একটি ভাগ শিক্ষা করে; অহম্—আমি; এতেষাম্—এই সকল; শিষ্যঃ—শিষ্য; সৰ্বাঃ—সমস্ত সংহিতা; সমধ্যাগাম্—আমি সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছি।

অনুবাদ

এদের প্রত্যেকেই শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য এবং আমার পিতা রোমহর্ষণের কাছে থেকে পুরাণের ছয়টি সংহিতার এক একটি করে অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয় জন পৌরাণিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের পৌরাণিক জ্ঞানের সমগ্র সংগ্রহকে সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম।

শ্লোক ৭

কশ্যাপোহহং চ সাবর্ণী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ ।

অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ ৭ ॥

কশ্যপঃ—কশ্যপ; অহম্—আমি; চ—এবং; সাবর্ণিঃ—সাবর্ণি; রাম-শিষ্যঃ—রামের শিষ্য; অকৃতব্রণঃ—অকৃতব্রণ নামে; অধীমহি—হৃদয়ঙ্গম করেছি; ব্যাস-শিষ্যাৎ—ব্যাসদেবের শিষ্যের কাছ থেকে (রোমহর্ষণ); চত্বারঃ—চার; মূল-সংহিতাঃ—মূল সংগ্রহ।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ পুরাণকে চারটি মূল সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। সাবর্ণি এবং রামের শিষ্য অকৃতব্রণের সঙ্গে ঋষি কশ্যপ এবং আমি এই চার ভাগ সংহিতা শিক্ষালাভ করেছি।

শ্লোক ৮

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মণ ব্রহ্মর্ষিভিনিরূপিতম্ ।

শৃণুযু বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৮ ॥

পুরাণ-লক্ষণম্—পুরাণের লক্ষণ; ব্রহ্মণ—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ—মহান ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা; নিরূপিতম্—নিরূপিত; শৃণুযু—শ্রবণ করুন; বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; আশ্রিত্য—আশ্রয় করে; বেদ-শাস্ত্র—বৈদিক শাস্ত্র; অনুসারতঃ—অনুসারে।

অনুবাদ

হে শৌনক, বেদশাস্ত্র অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণের লক্ষণসমূহ অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।



## শ্লোক ৯-১০

সর্গোহস্যথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষাস্তুরাণি চ ।

বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ ।

কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ্ মহদল্লব্যবস্থয়া ॥ ১০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; অস্য—এই বিশ্বের; অথ—তারপর; বিসর্গঃ—গৌণ সৃষ্টি; চ—এবং; বৃত্তি—পালন; রক্ষা—রক্ষণ; অস্তুরাণি—মহন্তর; চ—এবং; বংশঃ—মহান রাজবংশ সমূহ; বংশ-অনুচরিতম্—তাদের কার্যের বর্ণনা; সংস্থা—প্রলয়; হেতুঃ—অভিপ্রায় (জীবদের জড় কর্মে লিপ্ত হওয়ার); অপাশ্রয়ঃ—পরম আশ্রয়; দশভিঃ—দশ; লক্ষণৈঃ—লক্ষণ; যুক্তম্—যুক্ত; পুরাণম্—পুরাণ; তৎ—এই বিষয়ের; বিদুঃ—তত্ত্ববিদগণ; বিদুঃ—তারা জানেন; কেচিৎ—কোন কোন প্রামাণিক ব্যক্তি; পঞ্চবিধম্—পাঁচ প্রকার; ব্রহ্মণ্—হে ব্রাহ্মণ; মহৎ—মহতের; অল্ল—অল্প; ব্যবস্থয়া—পার্থক্য অনুসারে।

## অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ পৌরাণিক তত্ত্ববিদগণ পুরাণকে দশটি লক্ষণ সংযুক্ত বলে জানেন। সেগুলি হচ্ছে—এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, জীব এবং জগতের গৌণ সৃষ্টি, জীবের পালন, রক্ষণ, মহন্তর, মহান রাজবংশ, উক্ত বংশীয় রাজাদের চরিত, প্রলয়, অভিপ্রায় এবং পরম আশ্রয় সম্পর্কিত বর্ণনা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে মহাপুরাণ এই দশবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উপপুরাণগুলি পাঁচ প্রকার বিষয়ের আলোচনা করতে পারে।

## তাৎপর্য

মহাপুরাণের এই দশটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের (২/১০/১) দ্বিতীয় স্কন্ধেও বর্ণিত হয়েছে।

## শ্রীশুক উবাচ

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ ।

মহন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরশ্রয়ঃ ॥

“শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত দশটি বিষয়ের বর্ণনা আছে—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, গৌণ সৃষ্টি, গ্রহ সংস্থান, ঐশ্বরিক পোষণ, সৃষ্টির বেগ, মহন্তর, ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, (ভগবদ্ধামে) প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং পরম আশ্রয়।”



শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের মতো মহাপুরাণে এই দশটি বিষয়ের আলোচনা আছে, অপরপক্ষে উপপুরাণগুলিতে শুধু পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে। যে কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে—

সর্গশ্চ প্রতिसর্গশ্চ, বংশো মন্বন্তরাণি চ ।

বংশানুচরিতম্ চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

“সৃষ্টি, গৌণ সৃষ্টি, রাজবংশ, মন্বন্তর, এবং বিভিন্ন বংশের চরিত—এই হচ্ছে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ।” পাঁচটি বিষয় সমন্বিত পুরাণ সমূহকে উপপুরাণ বলে গণ্য করা হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই দশটি প্রধান বিষয় দ্বাদশ স্কন্ধের প্রতিটি স্কন্ধেই দৃষ্ট হয়। কেউ যেন বিশেষ বিশেষ স্কন্ধে ঐ দশটি বিষয়ের এক একটি বিষয় অর্পণ করার চেষ্টা না করেন। এই দশটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পরম্পরা ক্রমে আলোচিত হয়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা করে কৃত্রিম ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করাও ঠিক নয়। সহজ সরল বিষয়টি হচ্ছে এই যে পূর্বে উল্লিখিত দশটি শ্রেণীতে সংক্ষিপ্ত, মানব জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বিভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত জুড়েই বিস্তারিত হয়েছে।

### শ্লোক ১১

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতম্ভিবৃতোহহমঃ ।

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

অব্যাকৃত—প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা; গুণ-ক্ষোভাৎ—গুণের বিক্ষোভ দ্বারা; মহতঃ—মূল মহত্ত্ব থেকে; ত্রিবৃতঃ—তিন প্রকার; অহমঃ—অহংকার থেকে; ভূত-সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়ানুভবের সূক্ষ্ম রূপ; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; অর্থানাং—ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়; সম্ভবঃ—উদ্ভব; সর্গঃ—সৃষ্টি; উচ্যতে—বলা হয়।

#### অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতির মূল গুণসমূহের বিক্ষোভ থেকে মহত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মহত্ত্ব থেকে অহংকার নামক উপাদান সৃষ্টি হয় যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই ত্রিধা বিভক্ত অহংকারই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তিকে বলা হয় সৃষ্টি।



## শ্লোক ১২

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ ।

বিসর্গোহয়ং সমাহারো বীজাদ্ বীজং চরাচরম্ ॥ ১২ ॥

পুরুষ—সৃষ্টিলীলায় অংশগ্রহণকারী পরমেশ্বর ভগবান; অনুগৃহীতানাম্—অনুগৃহীত; এতেষাম্—এই সকল উপাদানের; বাসনা-ময়ঃ—জীবের অবশিষ্ট অতীত বাসনার প্রাধান্যপূর্ণ; বিসর্গঃ—গৌণ সৃষ্টি; অয়ম্—এই; সমাহারঃ—প্রকাশিত সমাহার; বীজাৎ—বীজ থেকে; বীজম্—অন্য বীজ; চর—জঙ্গম; অচরম্—স্থাবর।

অনুবাদ

ভগবানের অনুগৃহীত গৌণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবের বাসনারই ব্যক্ত সমাহার। বীজ থেকে যেমন নতুন বীজ উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি অনুষ্ঠাতার জড় বাসনা বিকাশকারী কর্মসমূহ স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীর উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

একটি বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, যা শতসহস্র নতুন বীজ উৎপন্ন করে, ঠিক তেমনি জড় কামনা সকাম কর্মে বিকশিত হয় যা থেকে দেহবদ্ধ জীবের হৃদয়ে শত সহস্র নতুন বাসনা উদ্ভূত হয়। পুরুষানুগৃহীতানাম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে পরম পুরুষের কৃপাতেই মানুষ এই জগতে বাসনা এবং কর্ম করার অনুমতি লাভ করে।

## শ্লোক ১৩

বৃত্তিভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ ।

কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়্যাপি বা ॥ ১৩ ॥

বৃত্তিঃ—পালন; ভূতানি—জীব সকল; ভূতানাম্—জীব সকলের; চরাণাম্—জঙ্গমদের; অচরাণি—স্থাবর; চ—এবং; কৃতা—কৃত; স্বেন—স্বীয় বদ্ধ প্রকৃতির দ্বারা; নৃণাম্—মানুষদের জন্য; তত্র—সেখানে; কামাৎ—কাম হেতু; চোদনয়্যাপি—বৈদিক নির্দেশ পালনে; অপি—বস্তুতপক্ষে; বা—অথবা।

অনুবাদ

বৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে পালন, যার দ্বারা জঙ্গম জীবগণ স্থাবর জীবদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। মানুষের পক্ষে বৃত্তি বলতে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের অনুকূল জীবিকা অর্জনের কর্মকেই বুঝায়। সেইরূপ কর্ম স্বার্থকেন্দ্রিক কামনার দ্বারাও চালিত হতে পারে বা ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেও চালিত হতে পারে।



## শ্লোক ১৪

রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে ।

তির্যঙ্মর্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈশ্চরীদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

রক্ষা—রক্ষা; অচ্যুত-অবতার—ভগবান অচ্যুতের অবতারদের; ঈহা—কার্যাবলী; বিশ্বস্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; অনু যুগে যুগে—প্রতিটি যুগে; তির্যক্—পশুদের মধ্যে; মর্ত্য—মানুষ; ঋষি—ঋষি; দেবেষু—দেবতাগণ; হন্যন্তে—নিহত হয়; যৈঃ—যে অবতারের দ্বারা; ত্রয়ী-দ্বিষঃ—বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী দৈত্যগণ।

## অনুবাদ

প্রতিটি যুগে, অচ্যুত ভগবান এই জগতে পশু, মনুষ্য, ঋষি এবং দেবতাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। এই সকল অবতारे তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন এবং বেদ বিদ্বেশী দৈত্যদের হত্যা করেন।

## তাৎপর্য

রক্ষা শব্দে নির্দেশিত ভগবান কর্তৃক এই রক্ষণ হচ্ছে মহাপুরাণের দশটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়ের একটি।

## শ্লোক ১৫

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাস্তাঃ ।

ঋষয়োহংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনু-অন্তরম্—মন্বন্তর; মনুঃ—মনু; দেবাস্তাঃ—দেবতাগণ; মনু-পুত্রাঃ—মনুর পুত্রগণ; সুর-ঈশ্বরাস্তাঃ—বিভিন্ন ইন্দ্রগণ; ঋষয়ঃ—প্রধান ঋষিগণ; অংশ-অবতারাঃ—পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতার; চ—এবং; হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির; ষট্-বিধম্—ছয় প্রকার; উচ্যতে—বলা হয়।

## অনুবাদ

প্রতিটি মন্বন্তরে, ভগবান শ্রীহরির প্রকাশরূপে ছয় প্রকার ব্যক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—শাসনকারী মনু, প্রধান দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, ইন্দ্র, মহর্ষিগণ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতারগণ।

## শ্লোক ১৬

রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোহন্বয়ঃ ।

বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে ॥ ১৬ ॥



রাজ্যম্—রাজাদের; ব্রহ্ম-প্রসূতানাম্—মূলত ব্রহ্মা থেকে জাত; বংশঃ—বংশ; ত্রৈকালিকঃ—ত্রৈকালিক (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত); অম্বয়ঃ—ধারাবাহিক; বংশ-অনুচরিতম্—বংশচরিত; তেষাম্—এই সকল বংশের; বৃত্তম্—কার্যাবলী; বংশধরাঃ—বংশের মুখ্য সদস্যবর্গ; চ—এবং; যে—যা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা থেকে প্রসূত রাজবংশের ধারা অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। এই সকল বংশের বিশেষত মুখ্য সদস্যদের চরিত কথাই বংশ চরিতের আলোচ্য বিষয়।

শ্লোক ১৭

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ ।

সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ ॥ ১৭ ॥

নৈমিত্তিকঃ—নৈমিত্তিক; প্রাকৃতিকঃ—উপাদানগত; নিত্যঃ—অবিরাম; আত্যন্তিকঃ—চরম; লয়ঃ—প্রলয়; সংস্থা—ধ্বংস; ইতি—এইভাবে; কবিভিঃ—পণ্ডিতদের দ্বারা; প্রোক্তঃ—বর্ণিত; চতুর্ধা—চার ভাগে; অস্যা—এই ব্রহ্মাণ্ডের; স্বভাবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তি।

অনুবাদ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চারপ্রকার প্রলয় সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক—যাদের সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বিষয়কে প্রলয় নামে আখ্যায়িত করেছেন।

শ্লোক ১৮

হেতুর্জীবোহস্য সর্গাদেববিদ্যাকর্মকারকঃ ।

যং চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে ॥ ১৮ ॥

হেতুঃ—কারণ; জীবঃ—জীব; অস্যা—এই ব্রহ্মাণ্ডের; সর্গ-আদেঃ—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের; অবিদ্যা—অজ্ঞানতাবশত; কর্ম-কারকঃ—জড়কর্মের অনুষ্ঠাতা; যম্—যাকে; চ—এবং; অনুশায়িনম্—নেপথ্য ব্যক্তিত্ব; প্রাহুঃ—তারা বলেন; অব্যাকৃতম্—অব্যক্ত; উত—বস্তুতপক্ষে; অপরে—অন্যেরা।



অনুবাদ

অজ্ঞতাবশতঃ জীব জড়কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং এইভাবে এক অর্থে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ হয়। কোনও কোনও আগুপুরুষ এই জীবকে সৃষ্টির নেপথ্য বক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন আবার অন্য কেউ মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন অব্যক্ত আত্মা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের বিধান করেন। তবে এই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় বদ্ধ জীবাত্মার বাসনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, যাদেরকে এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যের হেতু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীবদের প্রকৃতিকে শোষণ করার প্রচেষ্টাকে সুযোগ দান করার জন্য এবং পরমে আত্মোপলব্ধির সুযোগ দান করার জন্য ভগবান এই জগতের সৃষ্টি করেন।

বদ্ধজীব যেহেতু তাদের স্বরূপ পরিচয় দর্শন করতে পারে না, তাই তাদেরকে এখানে অব্যাকৃতম্ বা অব্যক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণ রূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হলে জীব তার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।

মায়াময়েষু তদ্ ব্রহ্ম জীববৃত্তিষুপাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যতিরেক—ব্যতিরেক; অন্বয়ঃ—এবং অন্বিতরূপে; যস্য—যার; জাগ্রৎ—জাগ্রত অবস্থায়; স্বপ্ন—নিদ্রা; সুষুপ্তিষু—এবং গভীর নিদ্রা; মায়াময়েষু—মায়াশক্তির উৎপাদনের মধ্যে; তৎ—তা; ব্রহ্ম—পরম সত্য; জীব-বৃত্তিষু—জীবের কর্মসমূহের মধ্যে; অপাশ্রয়ঃ—অনুপম আশ্রয়।

অনুবাদ

পরম সত্য জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরের মধ্যে, মায়াময় এই জগতের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, এবং সমস্ত জীবের কার্যাবলীর মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই সকলের উর্ধ্বও তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইরূপে তাঁর দিব্য স্তরে অবস্থিত হয়ে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম এবং অনুপম আশ্রয়।

শ্লোক ২০

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু ।

বীজাদিপঞ্চতান্তসু হ্যবস্থাসু যুতায়ুতম্ ॥ ২০ ॥



পদ-অর্থেষু—জড় পদার্থের মধ্যে; যথা—ঠিক যেন; দ্রব্যম্—মূল দ্রব্য; সৎ-মাত্রম্—বস্তুর অস্তিত্ব মাত্র; রূপ-নামষু—এদের রূপ এবং নামের মধ্যে; বীজ-আদি—বীজ আদি (অর্থাৎ বীজের সঞ্চার কাল থেকে); পঞ্চতা-অস্ত্যাসু—মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে; হি—বস্তুতপক্ষে; অবস্থাসু—দৈহিক অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর জুড়ে; যুত-অযুতম্—সংযুক্ত এবং পৃথক উভয়ই।

#### অনুবাদ

যদিও জড় বস্তু বিভিন্ন নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তবুও তার মূল উপাদান সর্বদাই তার সত্তার ভিত্তিরূপে বর্তমান থাকে। তেমনি বীজ সঞ্চার কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্ট জড় দেহের বিভিন্ন স্তর জুড়ে, যুক্ত এবং বিযুক্ত—এই উভয়রূপেই পরম সত্য সदा বর্তমান আছেন।

#### তাৎপর্য

কাদা মাটিকে বিভিন্ন নামে এবং রূপে গঠন করা যেতে পারে; যেমন—জল পাত্র, ফুলের টব, সঞ্চয় পাত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন নাম এবং রূপ সত্ত্বেও, মূল উপাদান মাটি কিন্তু সর্বদাই বর্তমান আছে। অনুরূপভাবে জড়দেহের বিভিন্ন স্তরে পরমেশ্বর ভগবান উপস্থিত আছেন। পরম উৎসরূপে ভগবান জড়া প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। একই সঙ্গে পরম সত্য ভগবান পৃথকরূপে, নির্লিপ্তরূপে তাঁর স্বীয় ধামেও বিরাজমান।

#### শ্লোক ২১

বিরমেত যদা চিন্তাং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্ ।

যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে ॥ ২১ ॥

বিরমেত—বিরত হয়; যদা—যখন; চিন্তম্—মন; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; বৃত্তি-ত্রয়ম্—জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির তিনটি স্তরে সংঘটিত জড় জীবনের কার্যসমূহ; স্বয়ম্—নিজে নিজেই; যোগেন—নিয়ন্ত্রিত পারমার্থিক অভ্যাসের দ্বারা; বা—অথবা; তদা—তখন; আত্মানম্—পরমাত্মা; বেদ—তিনি জানেন; ঈহায়াঃ—জড় প্রচেষ্টা থেকে; নিবর্ততে—নিরত হয়।

#### অনুবাদ

নিজে নিজেই হোক বা নিয়ন্ত্রিত পারমার্থিক অভ্যাসের মাধ্যমেই হোক—মানুষের মন জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির জড় স্তরে কর্ম করা থেকে বিরত হতে পারে। তখন মানুষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে জড় প্রচেষ্টা থেকে নিবর্তিত করে।



## তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে কথা বলা হয়েছে (৩/২৫/৩৩) , তা হচ্ছে; জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমিনলো যথা—“পৃথক প্রচেষ্টা ছাড়াই ভক্তিমূলক সেবা জীবের সূক্ষ্ম দেহকে দ্রবীভূত করতে পারে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি আমাদের সমস্ত ভুক্ত খাদ্যকে জীর্ণ করে।” উন্মত্ততা, মিথ্যা অহংকার, লোভ এবং কামের মাধ্যমে সূক্ষ্ম জড় দেহ জড়া প্রকৃতিকে শোষণ করতে আগ্রহী। তবে, ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সেই একগুঁয়ে মিথ্যা অহংকারকে দ্রবীভূত করতে পারে এবং জীবকে বিশুদ্ধ আনন্দময় কৃষ্ণচেতনা তথা জীবনের পরম পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারে।

## শ্লোক ২২

এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ ।

মুনয়োহষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহাস্তি চ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইরূপে; লক্ষণ-লক্ষ্যাণি—বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত; পুরাণানি—পুরাণসমূহ; পুরাবিদঃ—পৌরাণিক ইতিহাসে পারদর্শী; মুনয়ঃ—মুনিগণ; অষ্টাদশ—আঠারো; প্রাহুঃ—বলেন; ক্ষুল্লকানি—গৌণ; মহাস্তি—মহান; চ—ও।

## অনুবাদ

সুদক্ষ পৌরাণিক ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, পুরাণগুলিকে তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠারোটি মুখ্য পুরাণ এবং আঠারোটি গৌণ পুরাণরূপে ভাগ করা যায়।

## শ্লোক ২৩-২৪

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্ ।

নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্ ।

বারাহং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মম্—ব্রহ্মা পুরাণ; পাদ্মম্—পদ্ম পুরাণ; বৈষ্ণবম্—বিষ্ণু পুরাণ; চ—এবং; শৈবম্—শিব পুরাণ; লৈঙ্গম্—লিঙ্গ পুরাণ; স-গারুড়ম্—গরুড় পুরাণ সহ; নারদীয়ম্—নারদীয় পুরাণ; ভাগবতম্—ভাগবত পুরাণ; আগ্নেয়ম্—অগ্নি পুরাণ; স্কান্দ—স্কন্দ পুরাণ; সংজ্ঞিতম্—এই রূপে পরিচিত; ভবিষ্যম্—ভবিষ্য পুরাণ; ব্রহ্ম-বৈবর্তম্—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ; মার্কণ্ডেয়ম্—মার্কণ্ডেয় পুরাণ; স-বামনম্—বামন পুরাণ



সহ; বারাহম্—বরাহ পুরাণ; মাৎস্যম্—মৎস্য পুরাণ; কৌর্মম্—কূর্ম পুরাণ; চ—  
এবং; ব্রহ্মাণ্ড-আখ্যম্—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ রূপে পরিচিত; ইতি—এইরূপে; ত্রিষট্—  
তিন গুণ ছয় ।

অনুবাদ

আঠারটি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে, ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত,  
অগ্নি, স্কন্ধ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম এবং  
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বরাহ পুরাণ, শিব পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি  
দিয়ে উপরোক্ত দুটি শ্লোককে সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ ।

শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; ইদম্—এই; সমাখ্যাতম্—সম্যকরূপে বর্ণিত; শাখা-প্রণয়নম্—  
শাখা বিস্তার; মুনেঃ—মুনির (শ্রীল ব্যাসদেবের); শিষ্য—শিষ্যদের; শিষ্য-  
প্রশিষ্যানাম্—শিষ্য প্রশিষ্যদের; ব্রহ্ম-তেজঃ—ব্রহ্মতেজ; বিবর্ধনম্—বৃদ্ধি করে।

অনুবাদ /

হে ব্রাহ্মণ, মহামুনি ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ শাখাবিস্তার আপনার নিকট বর্ণনা  
করলাম। যাঁরা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের পারমার্থিক-  
শক্তি বিবর্ধিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'পৌরাণিক গ্রন্থাবলী' নামক সপ্তম অধ্যায়ের  
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন  
দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।